ছাব্বিশে জুন - মুকুল ঝরার দিন

কবিতা পারভেজ

২৬শে জুন ২০০৪ আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি আমার আব্বা এম আর আখতার মুকুল এই পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তখন আমার বয়স ৪৩, কিন্ত সেই ৪৩ বছরের মাত্র ১৬ বছর আমার আব্বা'র কাছে কাটিয়েছি। কোন মেয়ের জীবনে ১৬ বছর আব্বা'র বাড়ীতে নিতান্তই কম সময়।

৩০শে এপ্রিল ১৯৬১ ভোর ছয়টায় মাহমুদা আখতার রেবা ও এম আর আখতার মুকুল দম্পতির কোল জুড়ে একটি মেয়ে জন্মেছিল। আব্বা খুব খুশি। মেয়ের মুখ দেখে নাম রাখলেন কবিতা। একই দিনে টেলিগ্রামে খবর এলো আব্বা'র চাকুরিতে পদোন্নতি হয়েছে। করাচীতে দৈনিক আজাদ পত্রিকা'র নতুন অফিস চালু করবার পুরো দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হয়েছে। বলাই বাহুল্য বেতন অনেক বেড়ে গিয়েছে। আব্বা বললেন, 'আমার মেয়ে আমার ঘরের লক্ষী হয়ে এসেছে।' সেই থেকে আব্বা'র হৃদয়ের মাঝে জায়গা পেয়েছিলাম বোধহয় একটু বেশী।

আমার প্রতি আব্বা'র ভালবাসা ও পক্ষপাতিত্ব সবার চোখে পড়তো। চার ভাই বোনের মধ্যে আমার জন্মদিন সবচেয়ে ঘটা করে পালন করা হতো। আব্বা বিদেশ যেতেন প্রায়ই আর সেখান থেকে সবচেয়ে সুন্দর জামা ও জিনিষ আমার জন্য আসতো। জানিনা কেন, আব্বা যখনই অফিস থেকে বাড়ী ফিরতেন আমার মেজাজ কেমন আছে সেটা মাকে জিজ্ঞেস করতেন অবশ্য একটু মেজাজী আর আহ্লাদি ছিলাম হয়তো তাই। ভাই বোনদের সাথে কোন খেলায় হেরে গেলে আমি আব্বা'র কাছে নালিশ করতাম, আব্বা বলতেন, 'এর পরেরবার আমি তোর হয়ে খেলে দিবো তাহলেই তুই জিতে যাবি'। আব্বা তুমি কোথায় চলে গেলে এখন কে আমার হয়ে খেলা জিতে দেবে?

১৯৮৩ তে আমার স্বামী আমেরিকাতে পি এইচ ডি করতে যান তখন আমি আর আমার ছেলে মিহির নয় মাস আমার আব্বা'র কাছে ছিলাম। তখনও আব্বা বাড়ী ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন ' এইতো আমার মায়ের মুখে হাসি তার মানে পারভেজ এর চিঠি এসেছে'। কোন কারণে আমার মুখে হাসি না দেখলেই জিজ্ঞেস করতেন কি কারণে আমার মন খারাপ? আব্বা তুমি কোন অজানায় চলে গেলে তোমার মত করে কেউ জিজ্ঞেস করেনা কেন আমার মন খারাপ?

আব্বা'র চিঠি লেখার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ছিলো যেমন দিতেন ভাইবোনদের খবর, দাদা'র ও নানা'র বাড়ী'র খবর এবং সবশেষে দেশের খবর। দেশের খবর লিখতে গেলে চাল ডালসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দামের কি অবস্থা এবং যদি তখন বিএনপি ক্ষমতায় থাকে তাহলে দেশের অবস্থা মোটেই ভালনা আর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকে তবে দেশের মানুষ খুব শান্তিতে আছে। আমার আব্বার মত আওয়ামী অন্ধভক্ত আজকাল খুঁজে পাওয়া ভার। আব্বা তোমার মত করে দেশের খবর দিয়ে চিঠি আর কেউ দেয়না।

১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ শান্তিনিকেতন এ স্কুলে পড়বার সময় অনেক চিঠি লিখে আব্বা খোঁজ নিতেন। অনেক আফসোস যে আব্বা'র লেখা চিঠি গুলো সংরক্ষণ করা হয়নি। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ সাল অবদি ফ্লোরিডাতে ছিলাম স্বামী সন্তান নিয়ে। তখনকার চিঠি গুলোও রাখা হয়নি। ১৯৯২ তে সিডনি চলে এলাম এর পরের চিঠিগুলো রেখেছি যক্ষের ধনের মত। মাঝে মাঝে বের করে পড়ি মনে হয় আব্বা যেন আমার সঙ্গে কথা বলছেন। আমার মেয়ে মৌ কে লেখা আব্বা'র একটা চিঠি এ লেখার শেষে গেঁথে দিলাম। চিঠিটা পড়লেই বুঝতে পারবেন আমার আব্বা কত মুক্তচিন্তার মানুষ ছিলেন।

আব্বা'র সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল ২৮শে মে ২০০৪ এ। গলার আওয়াজ একটু যেন মলিন। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'আব্বা আপনার শরীরটা মনে হয় ভালনা? বললেন 'নারে চিন্তা করিস না

আমি ভালই আছি'। আমার আব্বা আমার কাছ লুকাতে চাচ্ছিলেন যেন আমি উতলা না হই। অথচ এর প্রায় মাস খানেক আগে থেকেই তাঁকে রক্ত দেওয়া হচ্ছিল কারণ তাঁর রক্তের সাদা কনিকা কমে যাচ্ছিল খুব তাড়াতাড়ি। ক্যানসারের সাথে যুদ্ধ করতে করতে আমার আব্বা হেরে যাচ্ছিলেন। আমার ভাইদের বলেছিলেন 'কবিতা কে বলিস না, আমি তো ভালই আছি'। সেই ২০০৪ এর ২০শে জুন যখন ঢাকাতে পৌঁছলাম ততদিনে আব্বা'র কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আমাকে দেখে দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়েছিল বুঝি, আপনার ঘরের লক্ষী এসেছে আব্বা তাকিয়ে দেখবেন না?

আব্বা, আপনি চলে গিয়েছেন আজ দশ বছর। জীবনে চলার পথে যখনই কোন সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাই আপনার কথা মনে করি, কত যে উত্থান পতন এর মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন তবু পিছপা হননি। আপনি বলতেন 'অর্ধেক ভর্ত্তি গ্লাসকে পূর্ণভর্ত্তি গ্লাস দেখবি'। আমিও সেই ভাবেই চলার চেষ্টা করি। ছেলে, বউমা, মেয়ে ও জামাইকে সেই উপদেশই দেই। প্রতিটি মুহূর্তে আপনার কথা মনে পড়ে, বুকটা হু হু করে ওঠে। আপনাকে নিয়ে এই লেখাটা লিখবো বলে বাংলা টাইপ করতে শিখলাম। বেঁচে থাকলে আপনি খুব খুশি হতেন কারণ আমার কোন সফলতা'তে আপনি অনেক উৎসাহ দিতেন। আপনি ও আম্মা ভাল থাকবেন সেই কামনা করি। ছোটবেলায় আপনারা যেমন আমাদের লালন পালন করেছেন আল্লাহ তায়ালা যেন আপনাদের সেইভাবেই লালন পালন করেন।

পড়ুন আমার মেয়ে মৌসুমীকে লেখা আব্বার চিঠিখানি:

ঢাকা/৩০-৫-৯৭

আমার সবচেয়ে প্রিয় ও আদরের মৌসুমী,

বুকভরা ভালোবাসা ও স্নেহাশীষ নিও এবং মিহিরকে দিও। তোমার আব্বা ও আম্মার জন্য আশির্বাদ ও দোয়া। আর তোমার দাদীকে সালাম।
আশা করি তোমরা সবাই শারিরীক ও মানসিক কুশলেই আছো।
তোমার ইচ্ছার সানন্দে অর্থাৎ ৩০-৩-৯৭-এর লেখা চিঠির উত্তর দিতে বসেছি আজ ৩০-৫-৯৭ তারিখে অর্থাৎ ঠিক দু'মাস পরে। আসলে সাম্প্রতিক কালে আমি চিঠির উত্তর দেরীতে দেই বলে আমার বিরুদ্ধে বেশ অভিযোগ পাচ্ছি। কিন্তু আগে এমনটি ছিলাম না। এখন বুড়ো হয়েছি বলে আলসে হয়ে পড়েছি। এছাড়াও আরো একটা বড়ো কারন রয়েছে। সেটা হচ্ছে, চিঠি লিখতে বসে তোমাদের আদর-যত্ন এবং আন্তরিক সেবার বিষয়গুলো আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভেসে ওঠে আর আমি দারুনভাবে আনমনা হয়ে পড়ি। তাই আর চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না। মনে হয় আবার ছুটে চলে যাই সাদুর সিডনীতে।

এখন তো অবসর মুহূর্তে শুধু তোমাদেরই স্মৃতিচারণ করি। কিভাবে মৌসুমী আমার কাপড় গুছিয়ে রাখতো; কিভাবে আমাকে জুতো পরিয়ে দিতো; আর কিভাবে আমাকে আদর করে বিকালের নাস্তা খাওয়াতো — প্রতিটি মুহূর্ত আমার হৃদয়পটে চির জাগরুক হয়ে রয়েছে। আমি সব সময়েই তোমার জন্য, মিহিরের জন্য এবং তোমার আব্বা ও আম্মার জন্য আশির্বাদ করছি। মনে রাখবে, শুধুমাত্র তোমার ও মিহিরের জন্য তোমার আব্বা-আম্মা কি অপরিসীম পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তোমরা বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো ফল করলে, তাদের এই পরিশ্রম সার্থক হবে। পড়াশোনা ছাড়াও আব্বা-আম্মার কথা শুনবে ও শ্রদ্ধা করবে। এটাই হচ্ছে আমাদের প্রাচ্যের দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট। পাশ্চাত্য জীবনধারা ও সংস্কৃতির ভালো দিকগুলো গ্রহন করবে — কিন্তু কিছুতেই সবটুকু নয়। কোথাও কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে, কিংবা মনে খটকা লাগলে আম্মার কাছে বলবে এবং বুঝে নিবে। তোমরা দু'জনে বিদ্বান হও এবং মানুষ হও-এটুকু আমার কামনা। সেক্ষেত্রে গর্ব ও আনন্দে আমার বুক ভরে উঠবে।

তুমি HOUSE CAPTAIN হয়েছো বলে তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের চরিত্রের নেতৃত্বের গুনাবলী প্রকাশিত হয়। এটা তোমার জন্য একটা বড় সুযোগ।

ইংল্যন্ড থেকে আসা তোমাদের নতুন টিচার MRS. BURTINকে কেমন লাগলো তা' জানাবে। আর তোমার বান্ধবী ZUHELPOPALকে আমার স্নেহাশীষ দিবে। সে তো' আফগানিস্থানের মেয়ে। ওদের দেশে এখন দারুন দুর্দিন যাচ্ছে। রাজধানী কাবুল এখন তালেবানদের (TALEBAN) দখলে। তালেবানরা হচ্ছে, কট্টরপন্থী ইসলামী ধর্মীয় দল। এরা এরমধ্যেই আফগানিস্থানে মেয়েদের স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিয়েছে এবং মেয়েদের বাড়ী থেকে বের হতে দেয়না। সমগ্র আফগানিস্থানে সিনেমা হল এবং টেলিভিশন কেন্দ্র বন্ধ। চিন্তা করতে পারো, আফগানিস্থানে কি ভয়ংকর অবস্থা চলছে?

এদিকে বাংলাদেশের অবস্থা দ্রুত উন্নতির দিকে যাচ্ছে বলা যায়। আইন ও শৃংখলাজনিত পরিস্থিতি এখন অনেকটা ভালো। এরমধ্যেই আমরা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করলাম। গেলো ১৯ই মে বঙ্গোপসাগর থেকে একটা ভয়ংকর ঝড়ের সাইক্লোন চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের উপকূলবর্তী এলাকায় আঘাত হেনেছিলো। ওর গতিবেগ ছিলো ঘন্টায় দু'শ কিলোমিটারের বেশী। আগে থেকে বেতার ও টিভিতে সময়মত হুঁশিয়ারী দেয়া সত্ত্বেও প্রায় ১০ লাখ লোককে আশ্রয় সরিয়ে নেয়ার জন্য খুব একটা প্রাণহানি হয়নি। ১৯৯১ সালের সাইক্লোনে যেখানে ১ লাখ ৪০ হাজার লোক মারা গিয়েছিলো, সেখানে ১৯৯৭ সালের সাইক্লোনে প্রাণ হানির সংখ্যা ৭০ জন। নোয়াখালীতেও সাইক্লোন হয়েছে। তবে তেমন ক্ষতি হয়নি। এই যাঃ, চিঠিটা বড় হয়ে গেলো।

আমাদের বাসায় সবাই ভালো আছে। কুন্তলা ও কুয়াশা দু'জনেই নিয়মিত স্কুলে যায় এবং পড়াশোনায় উন্নতি করছে। ষান্মাসিক (HALF YEARLY) পরীক্ষায় কুন্তলা THIRD হয়েছে। কুয়াশার I.Q. অসাধারণ। ৩য় ষ্ট্যাণ্ড থেকে ৩টা স্লাইডল। তোমার কাকিমণি ও শেফালীমণি প্রায়ই তোমাদের কথা আলোচনা করে।

আমার শরীর ভালোই আছে। বৌমাই আমাকে দেখাশোনা করছে। তবে সময় পেলে কুন্তলাও আমার বিছানা ও কাপড়চোপড় গুছিয়ে দেয়। আজ তবে আসি। তুমি আমার চুমু ও বুকভরা আশির্বাদ নিও এবং মিঠুকে দিও। উত্তর দিও।

ইতি
নানু / [signature]
৩০-৫-৯৭